# আমি কি যীশুর সত্য শিষ্য?

*(Am I a True Disciple of Jesus?)*

## লূক ৬ অধ্যায় ৪৬-৪৯ পদ

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা যীশুর ''সমতলে দত্ত উপদেশ'' থেকে শিখছিলাম, আজ আমরা তার শেষ অংশে এসে উপস্থিত হয়েছি। তিনি তাঁর এই উপদেশে মূলত **ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজাদের জীবনকে বর্ণনা করেছেন**। তাই, যারা তাঁতে বিশ্বাসের পক্ষে স্বীকারোক্তির দ্বারা **এই রাজ্যে প্রবেশ করেছে**, এমন প্রজাদের জীবনের বিভিন্ন আশীর্বাদ এবং যারা এখনও এই রাজ্যে প্রবেশ করেনি তাদের প্রতি বিভিন্ন সতর্ক বাণী দিয়ে যীশু তাঁর এই উপদেশ শুরু করেছিলেন। এরপর তিনি এই রাজ্যের প্রজারা কীভাবে জীবন যাপন করবে, তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তাদের শত্রুদের প্রেম করতে বলেছেন, পরের বিচার করার মনোভাব থেকে দূরে থাকতে বলেছেন, এবং নিজেদের জীবনের ফল দেখে আত্মসমীক্ষা করতে বলেছেন। প্রতিটি উপদেশের *(sermon)* শেষে যেমন **ব্যক্তিগত ব্যবহারিক প্রয়োগ** থাকে, যীশুও তাঁর শ্রোতাদের জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োগ পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে এই উপদেশ শেষ করেছেন। তাঁকে যারা প্রভু বলে স্বীকার করে, তারা সত্যিই কি তাঁর শিষ্য, এই প্রশ্ন দিয়ে যীশু তাঁর এই উপদেশ শেষ করেছেন। এর দ্বারা যীশু তাঁর শিষ্য বলে পরিচয় দানকারী প্রত্যেককে এই প্রশ্ন করতে বলেছেন, আমি কি যীশুর সত্য শিষ্য, না মিথ্যা শিষ্য? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের জীবন পর্যালোচনার মধ্যে বর্তমান: তাঁর বাক্য শুনে, আমি কি তা পালন করি?

যীশু তাঁর এই উপদেশ উত্তম ও মন্দ নির্মাতাদের বর্ণনার দ্বারা শেষ করেছেন, যার দ্বারা তিনি খাঁটি ও মিথ্যা শিষ্যত্বের মধ্যে পার্থক্যকে তুলে ধরেছেন। এর মাধ্যমে তিনি বলেছেন যে, বাধ্যতাবিহীন বিশ্বাসস্বীকারোক্তি ফলহীন। হ্যাঁ, যীশু এখানে বাধ্যতার উপর জোর দিয়েছেন, কেবল তাঁর বাক্য শুনলে হবে না, কেবল তাঁকে প্রভু বলে স্বীকার করলেও চলবে না, আমাদেরকে তাঁর আদেশ পালন করতে হবে। কারণ খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা সকলে আমাদের জীবন নির্মাণ করে চলেছি। এখন প্রশ্ন হল, আমরা কি সেই জীবন যত্ন সহকারে দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্মাণ করছি? আমরা যদি তাঁর আদেশ শুনি কিন্তু তা পালন না করি, তাহলে আমাদের জন্য **মারাত্মক পরিনতি** অপেক্ষা করে আছে; কিন্তু আমরা যদি তা পালন করি, তাহলে আমাদের জন্য **আশীর্বাদপূর্ণ ভবিষ্যৎ** অপেক্ষা করে আছে। লূক ৬:৪৬-৪৯ পদে উল্লেখিত যীশুর এই উপদেশের শেষাংশকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখব।

**ক। <u>আত্মসমীক্ষার প্রশ্ন (৬:৪৬)</u>**: ৪৬ পদে, যীশু তাঁর শিষ্যদের একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেছেন, ***"তোমরা কেন আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু, বলে ডাক, অথচ আমি যা যা বলি, তা কর না?''*** যীশু যখন তাঁর এই উপদেশ প্রচার করেছিলেন, তখন তাঁকে প্রভু বলে স্বীকারকারীদের সংখ্যা, তথা তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল যথেষ্ট। তাঁর এই উপদেশ যীশু কেবল তাঁর সদ্য মনোনীত ১২ জন প্রেরিতদের উদ্দেশে নয়; লূক ৬:১৭ পদ অনুসারে, তিনি যখন এই উপদেশ দেন, তখন ***"তাঁর অনেক শিষ্য এবং সমস্ত যিহূদিয়া ও জেরুশালেম, এবং সোর ও সীদনের সমুদ্র উপকূল থেকে অনেক লোক উপস্থিত হয়েছিল।''*** তাদের সঠিক সংখ্যা যদিও আমরা জানি না, তথাপি ধরা যেতে পারে, কয়েক শত মানুষ তাঁকে অনুসরণ করছে, তাঁর কথা শুনছে, এমনকী তাঁকে 'প্রভু' বলে সম্মোধন করছে।

এখানে 'প্রভুর' জন্য যে গ্রিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা হল *kurios*। যীশুর পার্থিব পরিচর্যার সময়, এই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হত। বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে একটি ব্যবহার হল, এর দ্বারা কোনও ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হত, আমরা যেমন '**মহাশয়**, **মহোদয়** বা **জনাব**' ব্যবহার করে থাকি; কিংবা ইংরাজিতে *Sir* বা *Mister* ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ইহুদিরা আবার এই শব্দের ব্যবহারের দ্বারা চরম, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকেও নির্দেশ করত। পুরাতন নিয়মের গ্রিক অনুবাদে (যা *Septuagint* নামে পরিচিত) সদাপ্রভুর নামের *(tetragrmmation, four consonants name, YHWH)* পরিবর্তে এই গ্রিক শব্দ *(kurios)* ব্যবহার করা হয়েছে। এখন, সেদিন যারা যীশুকে অনুসরণ করে তাঁর বাক্য শোনবার জন তাঁর



অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কাছে এসেছিল, তারা যখন যীশুকে 'প্রভু' বলেছে, তখন তা কেবল তাঁকে সম্মানিত ব্যক্তি বলে নয়; কিন্তু তা ছিল, তাঁর চরম ক্ষমতা, তথা ঈশ্বর প্রকৃতির প্রতি স্বীকারোক্তি।

কিন্তু কেবল স্বীকারোক্তি নয়, তারা কি সেই স্বীকারোক্তি অনুসারে, খ্রীস্টের প্রভুত্বের কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছিল? তারা তাঁকে 'প্রভু' বলে স্বীকার করলেও, তারা তাঁর বাক্যের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে। আর তাই, যীশু তাদের প্রশ্ন করেছেন, ***'তোমরা কেন আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু, বলে ডাক, অথচ আমি যা যা বলি, তা কর না?'*** অর্থাৎ, যারা তাঁর কথা শুনে, তাঁতে মুগ্ধ হয়ে, কেবল মুখের কথায় তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে; কিন্তু তাঁর কথা অনুসারে কাজ করে না, তাদের কোনও লাভই হবে না। যারা যীশুকে কেবল তাদের পরিত্রাতা হিসাবে স্বীকার করে, কিন্তু তাঁর প্রভুত্বকে স্বীকার করে না, সেই শস্তা অনুগ্রহ তাদের কোনও উপকার করবে না।

**খ। <u>আত্মসমীক্ষার দৃষ্টান্ত</u> (৪৮, ৪৯খ পদ)**: যীশু এখানে দুইজন নির্মাতার কথা বলেছেন: একজন উত্তম নির্মাতা, অন্যজন মন্দ নির্মাতা। আমরা জানি যীশু পৃথিবীতে সূত্রধরের পুত্র হয়ে (মথি ১৩:৫৫) জন্মেছিলেন এবং পেশায় একজন সূত্রধর (মার্ক ৬:৩) ছিলেন। তখনকার দিনে একজন সূত্রধর কেবল কাঠের কাজ নয়, কিন্তু পাথরের কাজও করত। সেই সময়কার সূত্রধরদের কাজকে, আজকের দিনে আমরা বিল্ডিং কনট্রাকটরদের কাজের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। আর তাই, গৃহ-নির্মাণ সম্বন্ধে যীশু যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। এই দৃষ্টান্তে যীশু তাঁর সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলেছেন।

**(১) <u>উত্তম নির্মাতা</u> (৪৮ পদ)**: যীশু তাঁর এই দৃষ্টান্ত একজন উত্তম নির্মাতার কথা বলে শুরু করেছেন। ৪৮ক পদে যীশু বলেছেন, ***"সে এমন একজন লোকের ন্যায়, যে গৃহ নির্মাণ করতে গিয়ে মাটি খুঁড়ল, মাটি খঁড়ে গভীর করল, ও পাথরের উপরে ভিত্তিমূল স্থাপন করল।"*** এই পদে যে নির্মাতার কথা বলা হয়েছে, সে তার গৃহ নির্মাণ করতে অনেক কষ্ট করেছে। সে অগভীর ভিত্তির উপর তার গৃহ নির্মাণ করতে রাজি নয়। তাই সে খনন কাজ চালিয়ে গেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে শক্ত পাথরের সন্ধান পেয়েছে। সেই পাথরের উপরে সে তার গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন করেছে। আমাদের মণ্ডলীর পাশের জমিতে এখন পাঁচতলা বিল্ডিং নির্মাণের কাজ চলছে। যারা সেই কাজ করছে, তাদের কাছ থেকে আমি জানলাম যে, সেই বিল্ডিং-এর ভিত্তি নির্মাণের জন্য তারা ৭০ ফিট গভীর পর্যন্ত প্রায় ১০০টি থাম *(pillar)* নির্মাণ করছে। তার মানে, মাটির উপরে পাঁচ তলা বিল্ডিং-এর ন্যায় মাটির নিচে প্রায় পাঁচ তলা উচ্চতার থাম পোঁতা হচ্ছে। কিন্তু মাটির নিচে কেন এত গভীর পর্যন্ত ভিত্তি স্থাপন করতে হবে? কারণ, ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, বা ভূমিকম্পের ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুকাবিলা করতে হলে এমন গভীর ভিত্তির প্রয়োজন।

যীশু তাঁর দৃষ্টান্তে তাই এমন কথা বলেছেন, ***"পরে বন্যা এলে সেই গৃহে জলস্রোত বেগে বইল, কিন্তু তা হেলাতে পারল না, কারণ তা উত্তমরূপে নির্মিত হয়েছিল"*** (৪৮খ)। হ্যাঁ, পাথরের উপরে সেই গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপিত হওয়ায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেই গৃহকে হেলাতে পারেনি।

**(২) <u>মন্দ নির্মাতা</u> (৪৯খ পদ)**: উত্তম নির্মাতার পাশাপাশি, যীশু মন্দ নির্মাতারও বর্ণনা করে বলেছেন, ***"সে এমন এক ব্যক্তির তুল্য, যে মাটির উপরে, বিনা ভিত্তিমূলে, গৃহ নির্মাণ করল।"*** অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি তার গৃহ নির্মাণে বেশি শক্তি ব্যয় করতে রাজি নয়। আর তাই সে কোনও ভিত্তিমূল ছাড়াই, মাটির উপরে তার গৃহ নির্মাণ করল।

এখন বাইরে থেকে দেখলে এই দুটি গৃহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় খুবই কঠিন কাজ। কারণ তাদের উভয়েরই দেওয়াল, দরজা, জানালা, ছাদ সবই আছে। আবার, এমনও হতে পারে, ভিত্তিমূলহীন গৃহটিকে বাইরে থেকে দেখতে পাথরের ভিত্তিমূলের উপর গাঁথা গৃহের থেকে অনেক বেশি সুন্দর লেগেছিল। কিন্তু তাদের পার্থক্য তখন ধরা পড়েছিল, যখন উভয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখী হয়েছিল।

৪৯ পদের শেষাংশে বলা হয়েছে, ***"পরে জলস্রোত বেগে বয়ে সেই গৃহে লাগল, আর অমনি তা পড়ে গেল, আর সেই গৃহের ভঙ্গ***


অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

*ঘোরতর হল।''* ভিত্তিমূলহীন গৃহ কখনও প্রাকৃতিক দূর্যোগের মুকাবিলা করতে পারে না।

**গ। <u>আত্মসমীক্ষার দৃষ্টান্তের প্রয়োগ</u> (৪৭, ৪৯ক পদ)**: যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রশ্ন করেছেন, *''তোমরা কেন আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু, বলে ডাক, অথচ আমি যা যা বলি, তা কর না?''* তিনি তাদের কাছে **উত্তম নির্মাতা** ও **মন্দ নির্মাতার** দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আর এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তিনি বলেছেন যে, এই দুই নির্মাতার দ্বারা নির্মিত আপাত সদৃশ গৃহ দুটি যখন বন্যার কবলে পড়ল, তখন তাদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হল। একটি গৃহের ভঙ্গ যখন ঘোরতর হল, তখন সেই বন্যা অন্য গৃহটিকে হেলাতে পর্যন্ত পারল না। এখন প্রশ্ন হল: কেন সেই গৃহকে হেলানো গেল না? কারণ হল: সেই গৃহ **পাথরের ভিত্তিমূলের** উপরে স্থাপিত। এই দৃষ্টান্তের প্রয়োগ খুবই স্বাভাবিক। দুই ধরণের শিষ্য আছে। প্রত্যেক শিষ্যই তার জীবন নির্মাণ করে চলেছে। বাইরে থেকে তাদের জীবন প্রায়ই একই রকম দেখতে লাগে। কিন্তু তাদের জীবনে যখন বিভিন্ন ঝড়-ঝঞ্ঝা আসে, তখন কেবল একটি জীবন স্থির থাকে, এবং অন্যটি ধ্বংস হয়। প্রশ্ন হল: কেন কেবল একটি জীবন স্থির থাকে? উত্তর হল: সেই জীবন স্থির থাকে কারণ তা **বাধ্যতার ভিত্তিমূলের** উপরে স্থাপিত।

এখন, যীশুর এই কথাকে আমরা যেন ভুল না বুঝি। যীশু এখানে বাধ্যতা বা কর্মের দ্বারা ধার্মিকীকরণের শিক্ষা দেননি। তিনি এই উপদেশে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার উপায় সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেননি। পরিবর্তে, যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজ্যে ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছে, তাদের জীবনকে এখানে বর্ণনা করেছেন। তাই, এর দ্বারা ধার্মিকীকরণ নয়, কিন্তু শুদ্ধিকরণের কথাই যীশু বলেছেন। শিষ্যরা তাঁকে 'প্রভু' বলে স্বীকার করেছে, তারা নিজেদেরকে তাঁর শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছে। এর দ্বারা তারা নিজেদের ধার্মিকগণিত বলে দাবি করেছে। কিন্তু যীশু তাদের সেই দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তিনি তাদের বলতে চেয়েছেন, তারা যদি সত্যি যীশুতে আস্থা রেখে ধার্মিকগণিত হত, তাহলে তারা তাদের জীবনে শুদ্ধিকরণের ফল ধারণ করত। কারণ যে যীশুকে সত্যি বিশ্বাস করে, যে যীশুকে সত্যি 'প্রভু' বলে স্বীকার করে, সে তাঁর কথার প্রতি বাধ্যতার জীবন যাপন করে। ধার্মিকীকরণ ও শুদ্ধিকরণ একে অন্যের হাত ধরে চলে। এদের একটিকে বাদ দিয়ে কখনও অন্যটিকে দেখা সম্ভব নয়। যারা ধার্মিকগণিত, তারা পবিত্রীকৃত; আবার, যারা পবিত্রীকৃত, তারা ধার্মিকগণিত। শুদ্ধিকরণের চিহ্ন বহন না করে কেউ ধার্মিকগণিত হবার কথা বলতে পারে না; আবার, নিজের জীবনে পবিত্র আত্মার কাজের প্রমাণ (শুদ্ধিকরণ) ব্যতিরেকে কেউ তার জীবনে খ্রীস্টের কাজের (ধার্মিকীকরণ) পক্ষে গর্ব করতে পারে না। অর্থাৎ, আমাদের জীবনে যদি শুদ্ধিকরণ না থাকে, খ্রীস্টে আমাদের আস্থা সত্য নয়।

**<u>সত্য শিষ্য</u>**: তাই ৪৭ পদে যীশু এমন কথা বলেছেন, *''যে কেউ আমার <u>কাছে এসে</u> আমার <u>বাক্য শুনে</u> <u>পালন করে</u>, সে কার তুল্য তা আমি তোমাদের জানাচ্ছি।''* এই কথা বলার পর যীশু সেই উত্তম নির্মাতার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যে পাথরের ভিত্তিমূলের উপর তার গৃহ নির্মাণ করেছিল। যীশু তাঁর প্রকৃত শিষ্যদের বিষয় এই কথা বলেছেন, তারা (১) তাঁর কাছে আসে, (২) তাঁর বাক্য শোনে, এবং (৩) তাঁর বাক্য পালন করে।

যিশাইয় ২৮:১৬ পদকে উদ্ধৃত করে, ১পিতর ২:৬ পদে পিতর যীশুকে 'সেই পাথর' বলে বর্ণনা করেছে, *''দেখ, আমি সিয়োনে কোণের এক মনোনীত মহামূল্য প্রস্তর স্থাপন করি; তাঁর উপরে যে বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত হবে না।''* পুরাতন নিয়মে যেমন ঈশ্বরকে বিশ্বাসীদের পরিত্রাণের শৈল (২বিবরণ ৩২:১৫) বলা হয়েছে, নতুন নিয়মে একই ভাবে খ্রীস্টকে সেই শৈল হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে (১করিন্থীয় ১০:৪; গালাতীয় ৪:২৪:৩১; ইব্রীয় ১২:১৮-২৭)। এখন সেই শৈলের উপর যদি আমরা আমাদের জীবনের ভিত্তিমূল স্থাপন করি, আমরা যদি তাঁর প্রকৃত শিষ্য হই, তাহলে আমরা তাঁর বাক্য পালন করতে বাধ্য হব। ১যোহন ২:৩ পদে বলা হয়েছে, *''আমরা এতেই জানতে পারি যে, তাঁকে জানি, যদি তাঁর আজ্ঞা সকল পালন করি।''* আবার, যোহন ৮:৩১ পদে বলা হয়েছে, *''যে যিহূদীরা তাঁকে বিশ্বাস করল, তাদের যীশু বললেন, তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাক, তাহলে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য।''*

এইভাবে, প্রকৃত শৈল, যীশুর প্রতি বাধ্যতায় যাদের


অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

জীবন স্থাপিত, তাদের জীবনে যখন বিভিন্ন ঝড়-ঝঞ্ঝা আসে, তাতে তারা বিচলিত হয় না, কিংবা তা তাদের বিশ্বাস-ভঙ্গ করতে পারে না। শারিরীক অসুস্থতা, মানসিক যন্ত্রণা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সামাজিক তাড়না, রাজনৈতির উৎপীড়ন, বা ধর্মীয় বিদ্বেষ, কিছুই তার জীবনকে ধ্বংস করতে পারে না। পরিবর্তে, তা তার জীবনকে আরও খাঁটি ও মজবুত করে। পুরাতান নিয়মে আমরা ঈশ্বর-ভক্ত ইয়োবকে দেখতে পাই। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বিদেশী আক্রমণ তার সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিল। ইয়োব তার ৭ পুত্র ও ৩ কন্যাকেও হারিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দেবার পরিবর্তে ইয়োবের বিষয় এমন কথা বলা হয়েছে, *"তখন ইয়োব উঠে নিজের বস্ত্র ছিঁড়িলেন, মাথা নেড়া করলেন ও মাটিতে পড়ে প্রণিপাত করলেন, আর বললেন, আমি মায়ের গর্ভ থেকে উলঙ্গ এসেছি, আর উলঙ্গ সেই স্থানে ফিরে যাব; সদাপ্রভু দিয়েছিলেন, সদাপ্রভুই নিয়েছেন; সদাপ্রভুর নাম ধন্য হোক।"*

আমরা প্রত্যেকে যেন ইয়োবের ন্যায় এমন বিশ্বাসীর জীবন যাপন করি। সেই প্রকৃত শৈল যীশুর উপর আস্থা রেখে আমরা যেন আমাদের জীবন গাঁথি, ফলস্বরূপ যতই কঠিন পরিবেশ বা পরিস্থিতি হোক না কেন, তাঁর প্রতি বাধ্যতায় আমরা আমাদের জীবন যাপন করতে পারব। কারণ তিনি আমাদের শক্তি ও সাহস যোগাবেন।

**মিথ্যা শিষ্য**: কিন্তু আমরা যদি যীশুতে বিশ্বাসের কথা মুখে বলি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজেদের কাজের উপর নির্ভর করি, তাহলে আমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ৪৯ক পদে যীশু বলেছেন, *"কিন্তু যে (আমার বাক্য) শুনে পালন করে না, সে এমন ব্যক্তির তুল্য।"* এই কথা বলার পর যীশু মন্দ-নির্মাতার বর্ণনা দিয়েছেন। মিথ্যা শিষ্যদের বিষয় যীশু বলছেন, তারা যীশুর কথা শোনে, কিন্তু তা পালন করে না। ১যোহন ২:৪ পদে যোহন লিখেছে, *"যে ব্যক্তি বলে, আমি তাঁকে জানি, তথাপি তাঁর আজ্ঞা সকল পালন করে না, সে মিথ্যাবাদী এবং তার অন্তরে সত্য নাই।"* যাকোব ২:১৪-১৭ পদে বলা হয়েছে, *"হে আমার ভাইয়েরা, যদি কেউ বলে, আমার বিশ্বাস আছে, আর তার কর্ম না থাকে, তবে তার কী ফল দর্শিবে? সেই বিশ্বাস কি তার পরিত্রাণ করতে পারে? কোনও ভাই কি বোন বস্ত্রহীন ও দৈনিক খাদ্যবিহীন হলে যদি তোমাদের মধ্যে কোনও ব্যক্তি তাদের বলে, কুশলে যাও, উষ্ণ ও তৃপ্ত হও, কিন্তু তোমরা তাদের শরীরের প্রয়োজনীয় বস্তু না দেও, তবে তাতে কী ফল দর্শিবে? তদ্রূপ বিশ্বাসও কর্মবিহীন হলে নিজে একা বলে তা মৃত।"*

মিথ্যা শিষ্যদেরকে সত্য শিষ্যদের থেকে পৃথক করা খুবই কঠিন। বাইরে থেকে দেখে তাদের চেনা খুবই কষ্টকর। কিন্তু মিথ্যা শিষ্যদের জীবন খ্রীস্টের প্রতি আস্থায় স্থাপিত নয়। তারা যীশুর কথা শোনে, কিন্তু কখনও প্রকৃত অর্থে যীশুর কথায় বিশ্বাস করে না, তাঁর আজ্ঞা সকল পালন করে না। তাই, জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝার সময় তারা ঈশ্বরের উপর আস্থা রেখে স্থির থাকতে পারে না। তারা বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়ে, ধর্মভ্রষ্ট হয়ে ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দেয়। আর তারা যখন শেষবিচারে যীশুর সামনে দাঁড়াবে, তখন সবথেকে ভয়ঙ্কর কথা তারা যীশুর মুখ থেকে শুনবে, *"আমি কখনও তোমাদের জানি না; হে অধর্মচারীরা, আমার কাছ থেকে দূর হও"* (মথি ৭:২৩)।

যীশুকে আমরা যারা 'প্রভু' বলে স্বীকার করি, তাদের আত্মসমীক্ষার সুযোগ ঈশ্বর আজ আমাদের দিয়েছেন। যদি এতকাল তাঁকে কেবল মুখে স্বীকার করে থাকি, তাহলে তা তাঁর কাছে স্বীকার করে, তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে, তাঁর প্রতি বাধ্যতার জীবন যাপন করতে আমাদের সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। উপরে উপরে খ্রীস্টবিশ্বাসীদের ন্যায় দেখতে হলে, কোনও লাভ হবে না; যদি না, আমরা তাঁতে প্রকৃত বিশ্বাসের অধিকারী হই। আর বিশ্বাসী হয়েও যদি আমরা এতকাল অবাধ্যতার জীবন যাপন করে থাকি, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের সেই বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি ছিল কেবল উপরে উপরে। কেবল যীশুতে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে, তাঁকে আমাদের জীবনে প্রথম ও প্রধান স্থান দিয়ে, আসুন আমরা তাঁর বাক্যের প্রতি বাধ্যতায় জীবন যাপন করি। আমাদের নিজেদের শক্তিতে তা সম্ভব নয়। তাই আসুন, আমরা আরও বেশি করে তাঁর উপর নির্ভর করি, কারণ তাঁর বাক্য আমাদের পথ প্রদর্শন করে, এবং তাঁর আত্মা আমাদের শক্তি দিয়ে থাকেন।


অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com